দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 JUN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

026

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষায় নকল ও তার প্রতিকার

পরীক্ষায় অসদুপায় গ্রহণের সমস্যা আজ প্রকট আকার ধারণ করেছে। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন অন্যান্য অনেক সমাজবিরোধী কার্যকলাপের ন্যায় একটা মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। যে কোন পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের এ ঘৃণিত মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। এমনকি যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানেও তারা এ উপায় অবলম্বন করে থাকে। আজ এটা যেন একটা প্রথাসিদ্ধ রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

এরূপ ব্যাপক অসদুপায় অবলম্বনের পেছনে বহু কারণ রয়েছে। স্বাধীনতা-পূর্বকালে এ মারাত্মক ব্যাধি যে ছাত্র সমাজে বর্তমান ছিল না এমন নয়। তবে তুলনামূলকভাবে তা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বহুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। সাধারণভাবেই শিক্ষাবিমুখ মনোভাবই এজন্যে প্রাথমিকভাবে দায়ী। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের সম্পর্কে ভাটা পড়ে গেছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অসদুপায় অবলম্বনের ব্যাপকতার পেছনে যে কারণ রয়েছে তা অবশ্য ভিন্ন ধরনের। এক্ষেত্রে যুবকমনের স্বাধীনতা আচরণ অনেকটা স্বেচ্ছাচারিতার রূপ ধারণ করেছে। অনেকে শিক্ষকদের কর্তব্যে অবহেলাকে এ ব্যাপারে দায়ী করেন। মূলতঃ এটা তেমন কোন একটা কারণ নয়। কর্তব্যে অবহেলার বিষয়টি যথার্থ নয়, তবে এটাই অসদুপায় গ্রহণের কারণও নয়। দেখা গেছে যে, পরীক্ষার্থীর জন্যে যদি একটিমাত্র প্রশ্নও কোন ক্ষেত্রে নির্বাচিত করে দেয়া হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রেও সে তা না শিখে বরং অসদুপায় গ্রহণের চেষ্টা করে। তাহলে এক্ষেত্রে শিক্ষকদের কর্তব্যে অবহেলাজনিত ত্রুটি মুখ্য নয়। অবশ্য একথা ঠিক যে; শিক্ষক যদি কর্তব্যে অবহেলা করে থাকেন তবে তিনি শিক্ষার্থীর ওপর নৈতিক প্রভাব ঘটাতে পারেন না। অবশ্য বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের কর্তব্যে অবহেলা শিক্ষার্থীদের সরাসরি ক্ষতির কারণ এবং তা তাদেরকে নকলবাজিতে অনুপ্রাণিত করে তোলে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জীবন আজ বিচ্ছিন্ন। শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রভাবে পড়ে লেখা-পড়া থেকে দূরে সরে পড়ে। যথার্থ ছাত্র যদি ছাত্র সমাজের নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম হত তবে অসদুপায় গ্রহণের মতো ঘৃণিত কাজ কি রকম কমে যেত তা একবার দেখতে পারলে এ সত্য উপলব্ধি করা যেত। রাজনীতির দুষ্ট প্রভাব পরীক্ষায় অসদুপায় গ্রহণের জন্যে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ দায়ী।

পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অসদুপায় গ্রহণের বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করতে হলে ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক যাতে একান্তভাবে শিক্ষামূলক হয় সেদিকে যত্নবান হতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাধীন দেশের উপযোগী করে সাজাতে হবে। শিক্ষক নয় অথচ শিক্ষকতা করছেন কিংবা ছাত্রদেরকে প্রয়োজনমত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন এমন শিক্ষিত ব্যক্তিকে শিক্ষার পবিত্র অঙ্গন থেকে দূরে সরিয়ে নিতে হবে।

ছাত্রদের নেতৃত্ব দিবে তারা, যারা প্রকৃতই ছাত্র, জ্ঞানাহরণই যাদের একমাত্র নেশা। দুষ্কৃতকারী ও সমাজবিরোধীদেরকে ছাত্র হিসেবে বিদ্যালয়ে স্থান প্রদানের ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। শিক্ষক হিসেবে যারা কর্তব্যে শিথিলতা প্রদর্শন করে থাকেন সে ধরনের শিক্ষকের যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থান না থাকে। সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বাধ্যতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। অনুশীলন ক্লাস বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তন করতে হবে। মাধ্যমিক হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এ ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় পাস ব্যতিরেকে কাউকে প্রমোশন দেয়া চলবে না। নিয়মিত বিদ্যালয়ে হাজিরা, শিষ্টাচারিতা, কর্তব্যপরায়ণতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদির জন্যে পরীক্ষায় আলাদাভাবে নম্বর বরাদ্দ করতে হবে এবং এগুলোতে কেউ ফেল করলে তাকে ফেল বলে ঘোষণা করতে হবে।

উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ যাতে কার্যকরী করা যায় তার জন্যে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশের সম্পদ অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস করতে হবে। দেশে যতদিন শিক্ষা ব্যবস্থা দান ও ছাত্র বেতনের উপর নির্ভরশীল থাকবে ততদিন কোন সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাবে না। কলেজপর্যায়ে সীমিত সম্পদ অনুযায়ী পরিকল্পনা ভিত্তিতে যতটি কলেজ পরিচালনা করা সম্ভব ঠিক ততটি কলেজ সরকারীকরণ করা উচিত। উন্নতমানের শিক্ষাদানের জন্যে স্নাতক পর্যায়ে দেশে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শিক্ষার জন্য যতগুলো কলেজের ব্যয়ভার বহন ও পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যায়, ঠিক ততগুলো কলেজে ঐ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

এভাবে শিক্ষার মান উন্নত হবে এবং অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতাকে রোধ কর। জন্যে বাহ্যিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হবে না। শিক্ষক সমাজকে সচেতন নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

—আক্তার হামিদ ...